‘ভারতের বিপক্ষে নামলেই বাড়তি একটা জেদ চলে আসে’

গত ফেব্রুয়ারিতে শ্বাসরুদ্ধকর ফাইনাল ম্যাচে ভারতকে ৩ উইকেটে হারিয়ে বিশ্বকাপ জেতে টাইগার যুবারা, যা প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ ক্রিকেটের বৈশ্বিক শিরোপা অর্জন।

করোনাকালে ঘরবন্দি হয়ে সেই জয়ের সুখস্মৃতি রোমন্থন করলেন অনূর্ধ্ব-১৯ দলের বাঁহাতি স্পিনার রাকিবুল হাসান।

সেই ম্যাচে জয় নিশ্চিতের রানটি করেছিলেন ১৭ বছর বয়সী এ বাঁহাতি স্পিনার।

সম্প্রতি এক ফেসবুক লাইভে তিনি বলেন, এটি কেন হয় জানি না, ভারতের বিপক্ষে খেলতে নামলে আমাদের বাড়তি একটা জেদ চলে আসে। ত্রিদেশীয় সিরিজ, এশিয়া কাপ– সবখানেই এমনটি দেখেছি। আমাদের আলাদাভাবে কাউকে উজ্জীবিত করতে হয় না। সবাই নিজে নিজেই আক্রমণাত্মক হয়ে যায়।

তিনি বলেন, ভারতের বিপক্ষে অন্য সব ম্যাচের মতো সেদিনের ফাইনাল ম্যাচেও আমাদের পেসাররা বেশ আক্রমণাত্মক বল করেছে। বিশেষ করে সাকিব বেশি আক্রমণাত্মক ছিল। অভিষেকে সুযোগ পেয়ে কাজে লাগিয়েছিল।

মূলত ২০১৮ সালের এশিয়া কাপের ফাইনালে ভারতের কাছে বাংলাদেশ দলের হেরে যাওয়ার সেই দুঃসহ দুঃখের তাড়না থেকেই বিশ্বকাপ জয় ছিনিয়ে এনেছিল বলে মনে করেন রাকিবুল।

তিনি বলেন, আমাদের জাতীয় দল তাদের বিপক্ষে এশিয়া কাপ ফাইনালে হেরেছিল। সেই সময় ভাগ্য আমাদের সঙ্গে ছিল না। সেই সময় অনেক বন্ধুবান্ধব বলতে শুরু করল– জাতীয় দলের মতো তোমরাও তাদের হারাতে পারবে না। এসব কথা আমাদের মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। বারবারই মনে হচ্ছিল– ভারতকে হারাতে পারলে আমাদের সমর্থকরা একটু বেশিই খুশি হবে। সূত্র-যুগান্তর

কোহলি বিরল ক্রিকেটার, আমার দেখা সেরা ব্যাটসম্যান: সাঙ্গাকারা

শ্রীলংকার কিংবদন্তি ক্রিকেটার কুমার সাঙ্গাকারা বলেছেন, বিরাট কোহলির ফিটনেস বিস্ময়কর। মাঠের ভেতর ও বাইরে সেরা হওয়ার জন্য শারীরিক, মানসিক ও স্কিলের দিক থেকে তার দায়বদ্ধতা আর নিবেদনের কথা আমি জানি। সে বিরল ধরনের ক্রিকেটারদের একজন এবং অনুপ্রেরণাদায়ক। আমার দেখা তিন সংস্করণের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান।

সম্প্রতি ভারতীয় ধারাভাষ্যকার রাধাকৃষ্ণ শ্রীনিবাসনের সঙ্গে ইউটিউব চ্যানেলে আলাপচারিতায় কোহলির প্রশংসা করে সাঙ্গাকারা আরও বলেছেন, কোহলির যে বিষয়টি আমি সবচেয়ে বেশি পছন্দ করি, তাহল তার আবেগ, তার ব্যক্তিত্ব। অধিনায়ক হিসেবে হোক কিংবা একার লড়াই, তাকে মাঠে আবেগ প্রকাশে ভয় পেতে দেখা যায় না। সে চেষ্টা করে ভারতকে জেতাতে।

কোহলি প্রসঙ্গে সাঙ্গাকারা আরও বলেন, বিরাটের সম্পর্কে অপছন্দ করার কিছু নেই। সে এমন একজন যাকে আমি অনেক শ্রদ্ধা করি এবং এরই মধ্যে সে দুর্দান্ত একজন খেলোয়াড়। সম্ভবত ডন ব্র্যাডম্যানের পর সেরা হওয়ার সুযোগ তার আছে।

অস্ট্রেলিয়ান সাবেক তারকা ক্রিকেটার ডন ব্রাডম্যান ৫২ টেস্টে সর্বোচ্চ ১২টি ডাবল সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন। ভারতীয় ক্রিকেট দলের বর্তমান অধিনায়ক বিরাট কোহলি ৮৬ টেস্টে ৭টি ডাবল সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন।

কোহলি টেস্ট, ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি মিলে ৭০টি সেঞ্চুরির সাহায্যে ২১ হাজার ৯০১ রান সংগ্রহ করেছেন। ক্রিকেট বিশ্লেষকরা বলছেন কোহলি শচীন টেন্ডুলকারের শততম সেঞ্চুরির রেকর্ড ভেঙে দেবেন। সূত্র-যুগান্তর

খেলার জন্য আর তর সইছে না:মেসি

বার্সেলোনার অধিনায়ক লিওনেল মেসি ন্যুক্যাম্পের মাঝখানে দাঁড়ানো দুটি ছবি সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে পোস্ট করে জানিয়েছেন খেলার জন্য তার আর তর সইছে না।

সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম ইনস্টাগ্রামে ঘরের মাঠে খেলতে নামার ব্যাকুলতা জানিয়ে মেসি লেখেন,এই জায়গাটা (ন্যুক্যাম্প) মিস করেছি। আবারও এখানে খেলার জন্য আমার তর সইছে না।

মহামারী করোনাভাইরাসের কারণে মার্চ থেকে স্থগিত থাকার পর ১১ জুন রিয়াল বেতিস ও সেভিয়ার ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে লা লিগা। বার্সেলোনার ম্যাচ অবশ্য ১৩ জুন। ১৬ জুন চেনা আঙিনা ন্যুক্যাম্পে পুনরায় শুরু হওয়া লা লিগায় নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলবে মেসিরা।

শুক্রবার মেসির মাংসপেশিতে হালকা চোটের খবর দেয় ক্লাব। বার্সেলোনা যদিও আশাবাদী, কিন্তু চোটের কারণে রিয়েল মালোর্কার বিপক্ষে মেসির খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা আছে। এর মধ্যে ইনস্টাগ্রামে ঘরের মাঠে খেলতে নামার ব্যাকুলতা জানিয়েছেন।

এদিকে রিয়েল মালোর্কার বিপক্ষে মেসির খেলা নিয়ে ওঠা শঙ্কা উড়িয়ে দিলেন বার্সেলোনা কোচ কিকে সেতিয়েন। জানালেন, ম্যাচ খেলতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত এই ফরোয়ার্ড। তিনি বলেন, শুধু মেসি নয়, অন্য খেলোয়াড়রাও হালকা চোটের কারণে অনুশীলন করেনি। বেশ কয়েকজনের এই সমস্যা হয়েছে। মেসির ক্র্যাম্প আছে, তবে গুরুতর নয়। সূত্র-যুগান্তর

বাংলাদেশ ক্রিকেটে বুলবুলের জন্য দুটি প্রস্তাব

বাংলাদেশের ক্রিকেট অনুরাগীদের একটি বড় অংশের দাবি– বিপুল অর্থ দিয়ে বিদেশি কোচ না এনে সাবেক তারকা আমিনুল ইসলাম বুলবুলকে জাতীয় দলের কোচ করা হোক।

এমন দাবির ব্যাখ্যায় তারা জানাচ্ছেন, এতে ব্যয় তো কমবে। তা ছাড়া কোনো দিক দিয়ে বুলবুলের যোগ্যতার কমতি নেই। তিনি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের প্রথম অধিনায়ক। অস্ট্রেলিয়ায় ক্রিকেট কোচিংয়ের ওপর উচ্চতর শিক্ষা নিয়েছেন। ক্রিকেট কোচিংয়ের সব বড় ডিগ্রি অর্জন করে এখন আইসিসির ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার হিসেবে এশিয়ান ক্রিকেটের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড তদারকি ও সমন্বয়ের কাজ করছেন।

তা হলে তার প্রতি এত অবহেলা কেন?

ভক্ত-অনুরাগীদের সেই আকাঙ্ক্ষার মূল্যায়ন করে ঈদের আগে ক্রীড়া সাংবাদিক নোমান মোহাম্মদের এক ইউটিউব লাইভে বুলবুল বলেন, আমি মনের দিক থেকে প্রস্তুত। দায়িত্ব দিলে দেশের ক্রিকেটে কাজ করতে আগ্রহী।

তবে সেটি জাতীয় দলের হেড কোচ, ব্যাটিং কোচ, নাকি ‘এ’ দল কিংবা অনূর্ধ্ব-১৯ দলের কোচ হতে চান, সে বিষয়টি স্পষ্ট করেননি তিনি।

বুলবুলের সেই বক্তব্যের পর রোববার এ বিষয়ে কথা বলেছেন বিসিবি পরিচালক ও গেম ডেভেলপমেন্ট চেয়ারম্যান খালেদ মাহমুদ সুজন।

তিনি বলেন, হেড কোচের চাকরি পাচ্ছেন না বুলবুল। কারণ বিসিবির আপাতত পছন্দের তালিকায় হেড কোচ হিসেবে কোনো স্বদেশী নেই।

তবে বুলবুলের জন্য দুটি ক্ষেত্রে কাজ করার প্রস্তাব দেয়া আছে বলে জানান সুজন।

তিনি বলেন, বুলবুল ভাই চাইলে জাতীয় দলের সহকারী কোচ হতে পারেন। এ ছাড়া হাইপারফরম্যান্স ইউনিটের হেড কোচ হতে পারেন।

কিন্তু বুলবুলকে এসব অফার আগেও করা হয়েছিল এবং তিনি কখনও ইতিবাচক সাড়া দেননি বলে জানান খালেদ মাহমুদ সুজন।

তিনি বলেন, বুলবুল ভাইকে আমি নিজে জিজ্ঞেস করেছি যে, বাংলাদেশ টিমের হেড কোচের বাইরে তিনি যেটি চান তা ভেবে দেখা হবে। কারণ বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের লক্ষ্য ও পরিকল্পনায় জাতীয় দলের হেড কোচ পদে স্থানীয় কাউকে নিয়োগের চিন্তাই নেই। শুধু তাকেই নয়, দেশের কোনো কোচকেই জাতীয় দলের দায়িত্ব দেয়ার পরিকল্পনা নেই বিসিবির।

বিসিবির এ পরিচালক বলেন, বুলবুল ভাই দেশে উপেক্ষিত নন কখনই। আমরা তাকে জাতীয় দলের সহকারী কোচ ও এইচপির হেড কোচ হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলাম। তিনিই রাজি হননি। এখনও তার জন্য পথ খোলা সম্ভাব্য দুটি ক্ষেত্রের। বিষয়টি এখনও তার ওপর নির্ভর করছে। সূত্র-যুগান্তর

রোনাল্ডো যেখানে মেসি-নেইমারকে ছাড়িয়ে

বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাসে সব ধরনের খেলাধুলা বন্ধ। তবে বসে নেই খেলোয়াড়রা। সোশ্যাল মিডিয়ায় নানাভাবে ভক্তদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছেন তারা। প্রিয় সমর্থকদের সঙ্গে জানা-অজানা নানা বিষয় শেয়ার করছেন তারা।

একই সঙ্গে আয়ও করেছেন ক্রীড়াবিদরা। বিভিন্ন কোম্পানির পণ্যের প্রচারে তা নিয়ে নিজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে পোস্ট দিয়েছেন তারা। লকডাউনেও এ থেকে ঈর্ষণীয় রোজগার করেছেন জুভেন্টাসের পর্তুগিজ উইঙ্গার ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। এ ক্ষেত্রে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনার আর্জেন্টাইন জাদুকর লিওনেল মেসি এবং পিএসজির ব্রাজিলীয় তারকা নেইমারকে ছাড়িয়ে গেছেন তিনি।

গেল ১২ মার্চ থেকে ১৪ মে পর্যন্ত সময়ে লকডাউনে সবচেয়ে বেশি উপার্জন করা অ্যাথলেটের তালিকা প্রকাশ করেছে অ্যাটেইন। বিশ্বখ্যাত গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠানটির সেই তালিকায় সবার ওপরে

আছেন রোনাল্ডো।

ইনস্টাগ্রামে এ সময়ে ৪টি বিজ্ঞাপনী পোস্ট করেছেন তিনি। প্রতিটি থেকে নিয়েছেন প্রায় ৪ লাখ ৭০ হাজার ব্রিটিশ পাউন্ড। এ মাধ্যমে তার ফলোয়ার সংখ্যা ২১ কোটি ৯০ লাখ।

এ তালিকার দ্বিতীয় স্থানে আছেন মেসি। আলোচিত সময়ে রোনাল্ডোর সমসংখ্যক বিজ্ঞাপনী পোস্ট করেছেন তিনি। প্রতিটি থেকে আয় করেছেন প্রায় ৩ লাখ ২৫ হাজার ব্রিটিশ পাউন্ড। এ মাধ্যমে তার অনুসারীর সংখ্যা ১৫ কোটি ১০ লাখ।

এ দুঃসময়ে সবচেয়ে বেশি উপার্জন করা ক্রীড়াবিদের তালিকার তৃতীয় জায়গায় রয়েছেন নেইমার। ১২ মার্চ থেকে ১৪ মে পর্যন্ত মেসি-রোনাল্ডোর সমান বিজ্ঞাপনী পোস্ট করেছেন তিনিও। প্রতিটি থেকে পেয়েছেন প্রায় ২ লাখ ৯৮ হাজার ব্রিটিশ পাউন্ড। এ মাধ্যমে তার ফলোয়ার সংখ্যা ১৩ কোটি ৮০ লাখ।

এ টেবিলের সেরা পাঁচে আছেন শাকুইল ও’ নেল আর ডেভিড বেকহাম। যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক বাস্কেটবল মহাতারকা আছেন চারে এবং ইংল্যান্ড ফুটবল কিংবদন্তি রয়েছেন পঞ্চম স্থানে।

তথ্যসূত্র: ডেইলি মেইল/ দ্য সান

ক্ষুধার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের শুভেচ্ছাদূত হলেন তামিম

করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবের শুরু থেকে ব্যক্তিগতভাবে নানা উপায়ে দুস্থ-অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন তামিম ইকবাল। এবার বৃহৎ পরিসরে তাদের জন্য কাজ করার সুযোগ পেলেন তিনি।

জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির (ডব্লিউএফপি) ‘ন্যাশনাল গুডউইল অ্যাম্বাসেডর’ নির্বাচিত হয়েছেন বাংলাদেশের ওয়ানডে অধিনায়ক। এ নিয়ে দেশের তৃতীয় ক্রিকেটার হিসেবে জাতিসংঘের কোনো অঙ্গসংঠনের শুভেচ্ছাদূত হলেন তামিম। এর আগে সাকিব আল হাসান ও মাশরাফি বিন

মুর্তজা ইউনিসেফের হয়ে এ সম্মান লাভ করেন।

দারুণ এ খবরটি ফেসবুকে নিজের ভেরিফায়েড পেজে দিয়েছেন তামিম। স্ট্যাটাসে তিনি লেখেন, আমি জাতিসংঘের সংস্থা ডব্লিউএফপি’র জাতীয় গুডউইল অ্যাম্বাসেডর হিসেবে নিযুক্ত হতে পেরে সম্মানিত বোধ করছি। সংস্থাটি বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বকে ক্ষুধামুক্ত করার জন্য কাজ করে চলেছে। যদিও সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ প্রশংসনীয় মাত্রায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে, তবুও দারিদ্র্যের হার এখনও প্রকট, বিশেষ করে গ্রামীণ অঞ্চলগুলোতে। চলমান কোভিড-১৯ মহামারী অনেকের জীবনকেই আরও বেশি সংকটময় করে তুলেছে। আমি সাধ্যমত চেষ্টা করার আশা রাখি, যাতে ডব্লিউএফপি ক্ষুধার বিরুদ্ধে লড়াই করে সহযোগিতা প্রয়োজন এমন সব পরিবারের পাশে দাঁড়াতে পারে।

বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি) ১৯৭৪ সাল থেকেই বাংলাদেশে কাজ করে আসছে। এখন পর্যন্ত ১৫৫ মিলিয়ন অরক্ষিত ও খাদ্য নিরাপত্তাহীন মানুষকে সহযোগিতা প্রদান করেছে তারা। ২০১৯ সালে ডব্লিউএফপি বাংলাদেশে ১.৭ মিলিয়ন মানুষকে সহযোগিতা প্রদান করেছে।

ডব্লিউএফপি’র বিভিন্ন কর্মকাণ্ড যা দেশব্যাপী ৬৪ জেলায় বিদ্যমান। যেমন-স্কুলে খাদ্যপ্রদান, পুষ্টি ও জীবিকার কাজ করে তারা। পাশাপাশি কক্সবাজারে শরণার্থীদের নিয়েও কাজ করে থাকে। সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জনগণের কাছে তা তুলে ধরবেন টাইগার ড্যাশিং ওপেনার।

বাংলাদেশে ডব্লিউএফপির কান্ট্রি ডিরেক্টর রিচার্ড রাগানও তাকে পেয়ে বেশ উচ্ছ্বসিত। তিনি বলেন, তামিম একজন সফল ক্রিকেটার। সে দেশে-বিদেশে অনেকের কাছেই সমানভাবে প্রিয়। জনপ্রিয়তা ও নাগালের পাশাপাশি তার রয়েছে কর্মক্ষেত্রে অবিশ্বাস্য রকমের নৈতিকতা, মানুষের প্রতি সমবেদনা ও জনহিতকর কাজের স্পৃহা। ডব্লিউএফপি পরিবারে তাকে পেয়ে ভীষণভাবে উচ্ছ্বসিত। সূত্র-যুগান্তর

ধোনিই কারণেই অধিনায়ক হতে পেরেছি : কোহলি

এর আগেও অনেকবার তিনি মহেন্দ্র সিং ধোনির প্রশংসা করেছে। আবারও বিরাট কোহলির মুখে শোনা গেল ভারতের সাবেক অধিনায়কের প্রশংসা। তার নেতৃত্ব পাওয়ার নেপথ্যে রয়েছে ধোনিকে কাছ থেকে দেখা, তার কাছ থেকে শেখা এবং সকলের আস্থা অর্জন। তিনি স্পষ্টই বলেছেন, ধোনির কারণেই অধিনায়ক হয়ে উঠতে পেরেছেন। সম্প্রতি জাতীয় দলের সতীর্থ রবিচন্দ্রন অশ্বিনের সঙ্গে ইনস্টাগ্রাম চ্যাটে এসব কথা শোনালেন বর্তমান ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি।

তিনি বলেছেন, ’ধোনির খুব কাছে থাকতে পারাটাই আমার অধিনায়ক হয়ে ওঠার বড় কারণ। এর ফলে অনেক কিছু শিখেছি। যা অনেকেরই চোখে পড়েছিল। ব্যাপারটা এরকম নয় যে, ধোনি অধিনায়কত্ব থেকে সরে যাওয়ার পরে নির্বাচকেরা বলে দিলেন, এবার তুমি অধিনায়ক। আগের অধিনায়ক অনেক দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিত। তাকে ফলো করায় বোর্ডের অনেকেই তখন আমাকে দেখিয়ে বলতেন, এই ছেলেটিই পরবর্তী অধিনায়ক। এই বিশ্বাস রাতারাতি তৈরি হয়নি, ৬-৭ বছর লেগেছিল।’

প্রথম স্লিপে দাঁড়িয়ে ধোনির মগজাস্ত্রের প্রয়োগ শেখার ব্যাপারটিকেও উল্লেখ করে কোহলি বলেন, ’যখন প্রথম স্লিপে দাঁড়াতে শুরু করলাম, তখন থেকেই আমার শিক্ষাগ্রহণ আরও ভালো হতে থাকে। কারণ ধোনি দাঁড়াতেন উইকেটের পেছনে। পাশাপাশি থাকায় খেলার মাঝে অধিনায়কের সঙ্গে মত বিনিময়ের সুযোগ তৈরি হয়। অধিনায়কের পাশে দাঁড়িয়ে আমি বলেই যেতাম, এটা করতে পারতে, ওটা করতে পারতে। বেশিরভাগ বাতিল হলেও কিছু বিষয় গ্রহণ করতেন ধোনি। ফলে আমার প্রতি ধোনির একটা আস্থা তৈরি হয়েছিল যে, পরবর্তী অধিনায়ক হিসেবে আমি দল পরিচালনা করতে পারব।’ সূত্র-কালেরকণ্ঠ

মাস্ক পরে বোলিংয়ের প্রস্তাব!

মহামারী করোনাভাইরাসের কারণে ঘরবন্দি হয়ে আছেন ক্রিকেটাররা। এমনকি অনুশীলনও করতে পারছেন না তারা।

তবে দেশে দেশে লকডাউন শিথিল হতে থাকায় মাঠে ক্রিকেটের বল শিগগিরই গড়াবে বলে আশাবাদী ক্রীড়াপ্রেমীরা।

এদিকে মাঠে ক্রিকেট ফিরলেও যেন খেলোয়াড়রা যেন করোনা ঝুঁকিতে না পড়ে সেজন্য বলে থুতু বা লালার ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে আইসিসি। প্রশ্ন উঠেছে, মাঠে কি বোলারদের এ নতুন নিয়ম মনে থাকবে?

এ সমস্যার সমাধানে একটি প্রস্তাব দিয়েছেন পাকিস্তানের বর্তমান কোচ ও প্রধান নির্বাচক মিসবাহ-উল হক। যদিও তার সেই প্রস্তাব অনেকের কাছেই অদ্ভুত আর হাস্যকর বলে হয়েছে।

মিসবাহ-উল হক বলেছেন, বলে থুতু লাগানো বোলারদের চিরাচরিত অভ্যাস, যা হঠাৎ করে বন্ধ করা মুশকিল। অনিচ্ছাকৃতই হয়তো থুতুর ব্যবহার করে ফেলবে কেউ কেউ। কিন্তু এরই মধ্যে করোনা সংক্রমণ ঘটে যেতে পারে। তাই আমি চাই, বোলিংয়ের সময় মাস্ক ব্যবহার করুক বোলাররা। এতে করে তারা চাইলেও থুতু ব্যবহার করতে পারবেন না। আর মাস্ক ব্যবহার করা মানে করোনা থেকে সুরক্ষা।

মিসবাহ যোগ করেন, মাস্ক পরে খেলাটা সত্যি কষ্টকর হবে খেলোয়াড়দের জন্য। কিন্তু তাদের ভাবতে হবে যত দ্রুত সম্ভব আমাদের খেলায় ফিরতে হবে এবং তা অবশ্যই হতে হবে খুব সতর্কতার সঙ্গে। তাদেরকে এটা মেনেই মাঠে নামতে হবে যে, করোনার কারণে আগের সেই পরিস্থিতি নেই।

মিসবাহের এই প্রস্তাবকে হাস্যকর বলে মনে হলেও এখনও উড়িয়ে দিতে পারেননি কেউ।

তথ্যসূত্র: দ্য হিন্দু, ক্রিকেট এডিক্টর

ক্রিকেটে একাধিক নতুন নিয়ম চালু করছে আইসিসি

সর্বগ্রাসী করোনাভাইরাসের থাবায় বদলে যাচ্ছে ক্রিকেটের দীর্ঘদিনের নিয়মকানুন। বাড়তি সুইং পেতে বল চকচকে করতে মুখের লালা কিংবা থুতু ব্যবহার করতেন ক্রিকেটাররা। প্রাণঘাতী এ রোগ সংক্রমণের আশঙ্কায় তা নিষিদ্ধ করছে আইসিসি।

ইতিমধ্যে এ নিয়ে বিশ্ব ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থার কাছে প্রস্তাব উত্থাপন করেছে এর ক্রিকেট কমিটি। ভারতীয় কিংবদন্তি অনিল কুম্বলের নেতৃত্বাধীন আইসিসি ক্রিকেট কমিটির প্রস্তাব অনুযায়ী, সাময়িকভাবে আরও কিছু প্রচলিত নিয়ম পাল্টে যাচ্ছে।

এরই মধ্যে উজ্জ্বল করতে বলে লালা ব্যবহারে ভেটো দিয়েছে আইসিসির মেডিকেল অ্যাডভাইজরি কমিটি। তাদের মতোই থুতু নিষিদ্ধ করার পরামর্শ দিয়েছে কুম্বলের ক্রিকেট কমিটি।

তবে ঘামের মাধ্যমে করোনা আক্রান্তের আশঙ্কা নেই। তাই বল পালিশ করার ক্ষেত্রে তা ব্যবহার করা যেতে পারে। এ ছাড়া বলে কোনো কৃত্রিম পদার্থ ব্যবহার টেম্পারিং বা বিকৃতি বলে বিবেচিত হয়। তাই এর অনুমতি দেয়নি ক্রিকেট কমিটি।

এত দিন টেস্ট ম্যাচ পরিচালনা করতেন নিরপেক্ষ আম্পায়াররা। ওয়ানডে ম্যাচে স্বাগতিক দেশ থেকে থাকতেন একজন ফিল্ড আম্পায়ার। টি-টোয়েন্টি ম্যাচ পরিচালনা করতেন স্থানীয় দুই আম্পায়ার।

করোনা-তাণ্ডবে আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল তথা যোগাযোগব্যবস্থা বাধাগ্রস্ত হয়েছে। ফলে অন্তর্বর্তীকালীন ভিত্তিতে স্থানীয় আম্পায়ারদের সব ফরম্যাটেই ম্যাচ পরিচালনার প্রস্তাব দিয়েছে ক্রিকেট কমিটি।

সংকটময় পরিস্থিতিতে এলিট প্যানেলের আম্পায়াররা সব ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্বে থাকছেন না। তাই তিন সংস্করণেই খণ্ডকালীন ভিত্তিতে প্রতি ইনিংসে একটি করে বাড়তি ডিআরএস নিতে পারবে দলগুলো।

আগামী জুনের শুরুতেই আইসিসির পরবর্তী চিফ এক্সিকিউটিভ (প্রধান

নির্বাহীদের নিয়ে) কমিটির সভা রয়েছে। তাতে ক্রিকেট কমিটির প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য পেশ করা হবে। সর্বসম্মতিক্রমে এসব নিয়ম চূড়ান্ত করা হতে পারে।

তথ্যসূত্র: হিন্দুস্তান টাইমস

৪২ লাখ টাকায় বিক্রি হলো মাশরাফির ব্রেসলেট

করোনা দুর্যোগের শুরু থেকেই প্রিয় ক্রিকেট সরঞ্জামাদি নিলামে তুলে অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়িয়েছেন দেশের ক্রিকেটাররা। এবার সেসব অসহায়দের সহায়তার জন্য তহবিল গঠন করতে নিজের পছন্দের ব্রেসলেটটি নিলামে তোলেন বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক মাশরাফি বিন মর্তুজা। ৪২ লাখ টাকায় বিক্রি হয়েছে সেই ব্রেসলেটটি।

রবিবার দিনগত রাতে ‘অকশন ফর অ্যাকশন’ এর মাধ্যমে ব্রেসলেটটি বিক্রি করা হয়। নিলামের শেষ সময় ফেসবুক লাইভে উপস্থিত ছিলেন মাশরাফি। বাংলাদেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সংগঠন বাংলাদেশ লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স কোম্পানি অ্যাসোসিয়েশন (বিএলএফসিএ) ব্রেসলেটটি কিনে নেন। তবে সবাইকে অবাক করে দিয়ে প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার ব্রেসলেটটি মাশরাফিকেই উপহার দিয়েছেন।

ম্যাশের ব্রেসলেটের ভিত্তিমূল্য ছিলো ৫ লাখ টাকা। ব্রেসলেট বিক্রির পুরো অর্থ দেওয়া হবে মাশরাফির নড়াইল ফাউন্ডেশনের কাছে।